দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

রায়পুরের দুইটি বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ টিনের ঘরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান

■ রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

ভবন ও বেঞ্চের অভাব, পুকুর পাড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম এবং জরাজীর্ণ টিনের ঘরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শিক্ষকদের কার্যক্রম চরম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশি হলে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। বিদ্যালয় দুটি হলো উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের দেবিপুর গ্রামের জনকল্যাণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও হায়দরগঞ্জ রোকেয়া হাসমতের নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

জনকল্যাণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৭০ সালে নির্মাণ করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আমিন উল্যা পাটওয়ারী ও সৈয়দ আহাম্মদ পাটওয়ারী। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে নয়জন শিক্ষক কর্মরতসহ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। বিদ্যালয়টিতে কোনো ভবন না হওয়ায় এবং শিক্ষকদের অফিস কক্ষসহ শিক্ষার্থীদের বেঞ্চের অভাবে পাঠদানে চরম বিঘ্ন হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সামনের পুকুরটির পাড় ভাঙতে থাকায় যে কোনো সময় অফিসকক্ষ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে শিক্ষকরা।

এদিকে হায়দরগঞ্জ রোকেয়া হাসমতের নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি উপকূলীয় অঞ্চলের নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মোজাহারুল হক। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ শিক্ষক কর্মরতসহ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৭৩৫ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষসহ সাতটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে তিনটির অবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোনো মুহূর্তে দেয়াল অথবা ছাদ ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জনকল্যাণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী ও হায়দরগঞ্জ রোকেয়া হাসমতের নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানে ভবন, অফিসকক্ষ ও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে পাঠদান নিতে হয়। এছাড়া আইসিটি শিক্ষক, চারুকারুসহ কয়েকজন শিক্ষক না থাকায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামাল হোসেন বলেন, ওই দুই বিদ্যালয়ে ভবন, শ্রেণিকক্ষ ও আসবাবপত্র প্রয়োজন বলে প্রধান শিক্ষকরা আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।